সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

খ্রিষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দী	১৯-৩৪
খ্রিষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দী ও সমকালীন বিশ্ব	১৯
ইউরোপ	২০
পারস্য সাম্রাজ্য	২৩
ভারত বর্ষ	২৬
জাযীরাতুল আরব	২৮
বিশ্বব্যাপি অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা	৩১

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামি সভ্যতা	৩৫-৬৭
ইসলামি সভ্যতার আবির্ভাব	৩৫
হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর আগমন	৩৬
আল-কোরআন	৪২
আল-হাদীস	৫০
ইসলামি রেনেসাঁ আন্দোলন	৫৭
ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম সফল বিপ্লব	৬৪

তৃতীয় অধ্যায়

ইসলামি সভ্যতা ও পাশ্চাত্য সভ্যতার পারস্পরিক দৃষ্টিভঙ্গি	৬৮-৮৯
মুসলমানদের প্রতি পশ্চিমাদের দৃষ্টিভঙ্গি	৬৮
ইসলাম সম্পর্কে পাশ্চাত্যের ধারণা	৭৩
বাইবেল ও হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)	৭৮
যিশু খ্রিষ্টের প্রতি ইসলামের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি	৮০
আল- কোরআনের দৃষ্টিতে হযরত ঈসা (আঃ)	৮১
ঈসা (আঃ) প্রতি খ্রিষ্টানদের ভ্রান্ত আকিদা ও ইসলাম	৮৩
হযরত মুসা (আঃ) সহ ইসরাইলি নবীদের প্রতি মুসলমানদের বিশ্বাস	৮৪
ইসলামের উদারনীতি	৮৬

AHSAN PUBLICATION

ইহুদি খ্রিষ্টানদের ভিন্ন মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি ৮৭
হযরত ইবরাহীম (আ:) ৮৮
তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ মুসলিম ৮৯

চতুর্থ অধ্যায়
বিশ্বসভ্যতায় ইসলামি সভ্যতার অবদান ৯০-১১০
তাওহীদ তথা একত্ববাদ প্রতিষ্ঠায় ইসলাম ৯০
জ্ঞান-বিজ্ঞানে ইসলামের অবদান ৯৩
ইসলামি সভ্যতার শ্রেষ্ঠতম বিপ্লব ৯৫
এক সুসভ্য ও সুশিক্ষিত জাতি উপহার ৯৮
ইসলামি সভ্যতায় ধর্ম ও বিজ্ঞান ১০৩

পঞ্চম অধ্যায়
মানবতা ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলাম ১১১-১২৪
নীতি-নৈতিকতা ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় ইসলাম ১১১
মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলামি সভ্যতার ভূমিকা ১১৮

ষষ্ঠ অধ্যায়
বিশ্ব নেতৃত্বে ইসলামি সভ্যতা ১২৫-১৪১
বিশ্ব নেতৃত্বের আসন গ্রহণ ১২৫
বিশ্ব সভ্যতায় ইসলামি সভ্যতার প্রভাব ১২৮
মুসলিম রাষ্ট্রনায়কদের মানবতার প্রতি শ্রদ্ধা ১৩১
মধ্যযুগ ও ইসলাম ১৩৬

সপ্তম অধ্যায়
জিহাদ ও সন্ত্রাস ১৪২-১৫৯
ইসলামি সভ্যতায় জিহাদ ১৪২
ইসলামে যুদ্ধ বন্দীদের সাথে আচরণের নীতিমালা ১৪৮
ইসলামে সন্ত্রাস ১৫০
সন্ত্রাস নয়, শান্তির ধর্ম ইসলাম ১৫৪

অষ্টম অধ্যায়
ক্রুসেড ও তার ফলাফল ১৬০-১৭৫
ধর্মের কারণে সঙ্ঘাত ১৬০
ক্রুসেড ১৬১
ক্রুসেডের প্রেক্ষাপট ১৬১
সম্মিলিত খ্রিষ্টান জগৎ কর্তৃক ইসলামি বিশ্বে হামলা ১৬৩

AHSAN PUBLICATION

নজিরবিহীন হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ ১৬৫
ক্রুসেড বিজয়ী বীর সালাহউদ্দীন আইয়ূবী ১৬৯
ক্রুসেডের ফলাফল ১৭৩

নবম অধ্যায়
পাশ্চাত্য সভ্যতা ১৭৬-১৯৩
পাশ্চাত্য সভ্যতার উত্থান ১৭৬
গ্রিক সভ্যতা ১৭৭
রোমক সভ্যতা ১৮০
পাশ্চাত্য সভ্যতায় ইসলামি সভ্যতার অবদান ১৮৭
নব্য জাহিলিয়্যাতের আগমন ১৯২

দশম অধ্যায়
পাশ্চাত্যে আবিস্কৃত মতবাদ সমূহ ও মানবতার নৈতিক পরাজয় ১৯৪-২১৭
পাশ্চাত্যের মতবাদ ও মতাদর্শ ১৯৪
বস্তুবাদ ১০৫
পুঁজিবাদ ২০১
সমাজতন্ত্র ২০৩
ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ২০৬
জাতীয়তাবাদ ২১০
ডারউইনের বিবর্তনবাদ ২১৪
ফ্রয়েড এর যৌনতাবাদ ২১৮

একাদশ অধ্যায়
পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান ও বিশ্বের ক্ষয়-ক্ষতি ২১৮-২২৯
পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান ও আবিস্কার ২১৮
পাশ্চাত্যের আবিস্কারের কুফল ২১৯
মানব সভ্যতা বিধ্বংসী অস্ত্র আবিস্কার ২২৫
হুমকির সম্মুখীন মানব সভ্যতা ২২৯

দ্বাদশ অধ্যায়
নেতৃত্বের আসনে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও নৈরাজ্যকর বিশ্ব ২৩০-২৪৬
বিশ্ব নেতৃত্বে পাশ্চাত্য সভ্যতা ৩২০
দুই মেরুতে বিভক্ত বিশ্ব ৩৩২
ইসলামি সভ্যতা নিয়ে পাশ্চাত্যের ষড়যন্ত্র ৩৩৩
প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও ইসলামি বিশ্বে তার প্রভাব ৩৩৬

AHSAN PUBLICATION

অটোমান সাম্রাজ্যের পতন ৩৩৮
বলশেভিক বিপ্লব ৩৪১
ইসরাইল প্রতিষ্ঠা ২৪৬

ত্রয়োদশ অধ্যায়
শীতল যুদ্ধ ও বিশ্বব্যাপি ইসলামি সভ্যতার নবজাগরণ ২৫৭-২৮২
শীতল যুদ্ধের সূচনা ২৫৭
শীতল যুদ্ধ যুগে ইসলামিবিশ্ব ২৫৯
বিশ্বব্যাপি ইসলামের নবজাগরণ ২৬০
চিন্তা-চেতনার দিক থেকে ২৬২
আদর্শের দিক থেকে ২৬৪
সংস্কৃতির দিক থেকে ২৬৫
অর্থনৈতিক দিক থেকে ২৬৬
ভৌগলিক দিক থেকে ২৬৭
জনসংখ্যার দিক থেকে ২৬৯
ইসলামি শিক্ষা ও সাহিত্যের বিকাশ ২৭১
বিশ্বব্যাপি দাওয়াত ও তাবলিগের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার ২৭৪
ইসলামিক মিডিয়ার উত্থান ২৭৬
ইসলামি সভ্যতার রাজনৈতিক উত্থান ২৭৭
মুসলিম তরুণদের ইসলামের প্রতি আকর্ষণ ২৭৯
শীতল যুদ্ধের অবসান ও সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ২৮০

চতুর্দশ অধ্যায়
বিশ্বনেতৃত্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সন্ত্রাসময় ইসলামি বিশ্ব ২৮৩-২৯২
বিশ্বনেতৃত্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ২৮৩
বিশ্বকে শাসন করার মার্কিন পরিকল্পনা ২৮৫
শত্রু হিসেবে ইসলামি সভ্যতাকে চিহ্নিতকরণ ২৮৮
সভ্যতার দ্বন্দ্ব তত্ত্ব ২৮৯
৯/১১ হামলা ও ইসলামি বিশ্বের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্যের গোপন ষড়যন্ত্র ২৯২

পঞ্চদশ অধ্যায়
সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ ২৯৩-৩৩১
সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আমেরিকার যুদ্ধ ২৯৩
সন্ত্রাসবাদ নয়, ইসলামি সভ্যতার বিরুদ্ধেই পাশ্চাত্যের সর্বাত্মক যুদ্ধ ২৯৪
নবরূপে ক্রুসেড ২৯৫

সভ্য পৃথিবীর অসভ্যতা ও বর্বরতা	২৯৮
বিপন্ন মানবতা	৩০৩
মানবতার করুণ আর্তনাদ	৩০৬
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বি-মুখী নীতি	৩০৯
এন্টি সেমেটিক থেকে এন্টি মুসলিম	৩১২
ফিরে এসেছে বর্ণবাদ	৩১৪
মুসলিম হলোকাস্ট	৩১৯
ওরা মানুষ নয় ওরা মুসলমান	৩২২
মুসলমানের মানবাধিকারের মূল্য নেই	৩২৬
ষষ্ঠদশ অধ্যায়	
ইসলামি বিশ্বের সঙ্কট	**৩৩২-৩৫৩**
প্রাক কথা	৩৩২
ফিলিস্তিন	৩৩৩
কাশ্মির	৩৩৯
আরকান	৩৪২
মিন্দানাও	৩৪৫
আরব বিশ্ব	৩৪৬
জাতিসঙ্ঘের ভূমিকা	৩৫১
সপ্তদশ অধ্যায়	
একবিংশ শতাব্দীতে ইসলাম	**৩৫৪-৩৮৪**
একনজরে বিশ্ব পরিস্থিতি	৩৫৪
পাশ্চাত্য সভ্যতা	৩৫৬
রুশ সভ্যতা	৩৬১
চীন সভ্যতা	৩৬৩
অন্যান্য সভ্যতাসমূহ	৩৬৭
ইসলামি সভ্যতার ভবিষ্যৎ	৩৬৮
অষ্টাদশ অধ্যায়	
ইসলামি বিশ্বের করণীয়	**৩৮৫-৪১১**
প্রাক কথা	৩৮৫
ঈমানকে নবায়ন করা	৩৮৬
জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নতি সাধন করা	৩৯১
ইসলামি সভ্যতা-সংস্কৃতির পূণর্বিকাশ ঘটানো	৩৯৬

AHSAN PUBLICATION

প্রসঙ্গ কথা

সভ্যতার উত্থান-পতনই হলো মানবসভ্যতার ইতিহাস। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর ওসমানী খেলাফতের পতনের মধ্যদিয়ে বিশ্বনেতৃত্বের মঞ্চ থেকে ইসলামিসভ্যতার যবনিকাপাত ঘটে। বিশ্ব নেতৃত্বের আসনে সমাসীন হয় ইউরোপের পাশ্চাত্য সভ্যতা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পাশ্চাত্য সভাতার নেতৃত্ব ইউরোপের হাতবদল হয়ে চলে যায় পশ্চিমা বিশ্বের উদীয়মান পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতে। পূর্ব ইউরোপে উত্থান ঘটে আরেক নব্য পরাশক্তি সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার। ক্ষমতার দ্বন্দ্বে সূচনা হয় দুই পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়ার মাঝে স্নায়ুযুদ্ধের। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন হলে একমেরু কেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে।

এনিয়ে পশ্চিমা বিশ্বের ইতিহাসবিদ ও রাজনীতিবিদদের মাঝে পরিদৃস্ট হয় এক প্রকার উচ্ছ্বাস ও উল্লাস। তারা End of history এর ঘোষণা দেয়। কিন্তু তাদের মতের সম্পূর্ণ ভিন্নমত পোষণ করেন হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অধ্যাপক স্যামুয়েল হান্টিংটন। তাদের মতের বিপক্ষে ভিন্নমত পোষণ করে তিনি The clash of civilization and the Re-making of world order, নামে বিশ্বব্যাপি সাড়াজাগানো একটি বই লিপিবদ্ধ করে "সভ্যতার দ্বন্দ্ব" তত্ত্ব আবিস্কার করেন। যেখানে তিনি ভবিষ্যতে বিশ্বে আরো ভয়ানক সজ্ঘাত সৃষ্টির সম্ভাবনাকে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। আর এই সজ্ঘাত বা দ্বন্দ্ব মূলত সাংস্কৃতিক সজ্ঘাত রূপেই পরিগ্রহ হবে। আর তা হবে প্রধানত পাশ্চাত্য সভ্যতা আর ইসলামি সভ্যতার মাঝে। অর্থাৎ তিনি ইসলামি সভ্যতাকে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতিপক্ষ দাঁড় করিয়ে একবিংশ শতাব্দীতে দুটি সভ্যতার মাঝে প্রবল সজ্ঘাতের লক্ষ্য স্থির করে দিয়েছেন। যেখানে তিনি চলমান শতাব্দীতেও বিশ্বে পাশ্চাত্য সভ্যতার নেতৃত্ব টিকে থাকার উপায় বর্ণনা করে দিয়েছেন। তা-ই মূলতঃ পূর্ব-পশ্চিমের মাঝে সজ্ঘাতকে উসকে দিয়েছে। যা সত্যিই পীড়াদায়ক। বইটি পড়ে সে থেকেই আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস চালাবার অভিপ্রায় ঘটে।

আমি লক্ষ স্থির করি এমন একটি প্রয়াস চালাবার যেখানে ইসলামি সভ্যতার অনন্য অতুলনীয় ও সোনালী ইতিহাস রচিত হবে, যার মাধ্যমে ফুটে উঠবে বিশ্ব সভ্যতা বিনির্মাণে তার কী অনবদ্য অবদান রয়েছে। নীতি-নৈতিকতা, মানবিকতা ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় তার কতটুকু সফলতা রয়েছে। পাশাপাশি বিধৃত হবে পাশ্চাত্য সভ্যতার উত্থানের ইতিহাস। যেখানে আলোচনা হবে তার উত্থানে বিশ্বের লাভ-ক্ষতির খতিয়ান।

আবার এটাও বিধৃত হবে যে, সভ্যতার উত্থান-পতনের ইতিহাসে চলমান শতাব্দীতে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে ইসলামি সভ্যতা কতটুকু সক্ষম। আমি ইতিহাসবিদ নই। তবে চেষ্টা করেছি ইতিহাসের আলোকে একটা উপসংহারে যেতে। যেখানে প্রবল সম্ভাবনার এই যুগে ইসলামি সভ্যতার জন্য অপেক্ষার প্রহর গুনছে এক উজ্জল ভবিষ্যৎ।

প্রথম অধ্যায়
খ্রিস্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দী

খ্রিস্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দী ও সমকালীন বিশ্ব

ইসলামের আবির্ভাবকালীন যুগ খ্রিস্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দী ছিল ইতিহাসের কালো অধ্যায়। যে যুগটি ইতিহাসের পাতায় চিহ্নিত হয়ে আছে মূর্খতা, অজ্ঞতা আর বর্বরতার যুগ হিসেবে। ওই সময়টাতে মানুষের মাঝে ছিল না নীতি, নৈতিকতা, মানবিকতা ও আধ্যাত্মিকতা। মানবজাতির মধ্যে ধর্মীয়বোধ ও মূল্যবোধের ছিল চরম ঘাটতি। মানবতার মৃত্যু ঘটে মনুষত্ব বিদায় নিয়েছিল এই ধরাপৃষ্ঠ থেকে। মানবজাতির পারিবারিক ও সামাজিক জীবন ছিল চরম হাতশাগ্রস্থ আর বিপর্যস্থপূর্ণ। সমাজ ও রাষ্ট্রে শান্তি ও স্থিতিশীলতার পরিবর্তে বিরাজ করছিল অরাজকতা আর বিশৃঙ্খলা। সামাজিক আর রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও সঙ্ঘাত দুর্বিষহ করে তুলেছিল মানবজাতির জীবন যাত্রার মানকে। পৌত্তলিকতার যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে এক আল্লাহর প্রতি একীন ও বিশ্বাসের ধারণাটির একেবারেই বিলুপ্তি ঘটেছিল। সমাজে নারীরা ছিল চরম অবহেলিত, অধিকার বঞ্চিত ও নিপীড়িত। রমরমা দাস ব্যবসার কারণে মানব জাতির নাগরিক জীবনে স্বাধীন জীবন যাত্রার কোনো চিহ্নই অবশিষ্ট ছিল না। বলা যায়, মানবজীবন অতিবাহিত হচ্ছিল এক ক্রান্তিকালের ভেতর দিয়ে। জুলুম-অত্যাচার, নির্যাতন-নিপীড়ন ও অন্যায়-অবিচারে ভূলুণ্ঠিত ছিল মানবাধিকার। ফলে সর্বত্রই বিরাজ করছিল হাহাকার আর আর্তনাদ। নীরবে-নিভৃতে গুমরে কাঁদছিল শান্তি ও নিরাপত্তার বাণী। মানবতা এবং মানবাধিকারের লেশ মাত্রও অবশিষ্ট ছিল না কোথাও। তা শুধু আরবেই নয়। পৃথিবীর সর্বত্রই বিরাজমান ছিল এই অমোঘ পরিস্থিতি। এক সময় যে সভ্যতাসমূহ পৃথিবীকে দেখিয়েছিল আলোর মুখ, সেগুলোর অধ:পতনের মধ্য দিয়ে যেন ওগুলোর বিদায় ঘন্টা বাজছিল। রোম ও পারস্য সভ্যতা ম্রিয়মাণ ও ক্ষীণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল মৃত্যুর দুয়ারে। এশিয়ার চীনা ও ভারতীয় সভ্যতার ছিল বেহাল দশা। দূর প্রাচ্যের জাপানি সভ্যতাও ছিল চরম বিশৃঙ্খলা আর অরাজকতাপূর্ণ। মধ্যপ্রাচ্যে আরবের অবস্থাতো ছিল আরো করুণ